জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ।৶০ আনা, এক মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতি বার ।০ আনা, ১৲ এক টাকার কম মূল্যে কোন বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়।

ইংরাজী বিজ্ঞাপনের চার্জ্জ বাংলার দ্বিগুণ।

সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা।

নগদ মূল্য ৴০ এক আনা।

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

হাতে কাটা

বিশুদ্ধ পৈতা

পণ্ডিত-প্রেসে পাইবেন।

অরবিন্দ এণ্ড কোং

মহাবীরতলা পোঃ জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ)

ঘড়ি, টর্চ, ফাউণ্টেন পেন, চশমা, সেলাই মেসিনের পার্টস্ এখানে নূতন কিনিতে পাইবেন।

এখানে সকল প্রকার সেলাই মেসিন, ফটো ক্যামেরা, ঘড়ি, টর্চ, টাইপ রাইটার, গ্রামোফোন ও যাবতীয় মেসিনারী সুলভে সুন্দররূপে মেরামত করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

৪০শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—২৭শে শ্রাবণ বুধবার ১৩৬০ ইংরাজী 12th Aug, 1953 | ১৩শ সংখ্যা

সাফল্য ও সমৃদ্ধির পথে

বৃহত্তর ক্ষেত্রে জনসেবার যে গৌরব ও জনগণের যে অকুণ্ঠ আস্থার উপর ভিত্তি করিয়া হিন্দুস্থান উত্তরোত্তর সমৃদ্ধির পথে অগ্রসর হইতেছে এবং যে সঙ্গতি, সততা ও প্রতিষ্ঠা হিন্দুস্থানের পূর্ব্বাপর বৈশিষ্ট্য, তাহার সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় ইহার ১৯৫২ সালের ৪৬তম বার্ষিক কার্য্য-বিবরণীতে।

নূতন বীমা
১৬,৩৮,৭৯,২৯৮৲

মোট চলতি বীমা	৮৬,৭১,৮৫,০৪০৲
মোট সম্পত্তি	২২,৪৯,৮৩,০৫৬৲
বীমা ও বিবিধ তহবিল	১৯,৭৭,৭৬,২৮৭৲
প্রিমিয়ামের আয়	৩,৯৪,২২,৩৭১৲
দাবী শোধ (১৯৫২)	৮৮,৮২,২৭১৲

হিন্দুস্থানের বীমাপত্র নিরাপদ সারবান ও লাভজনক।

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ

ইন্সিওরেন্স সোসাইটি, লিমিটেড

হেড অফিস—হিন্দুস্থান বিল্ডিংস

৪নং চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা—১৩

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

২৭শে শ্রাবণ বুধবার সন ১৩৬০ সাল

মায়ের বেদন ও নিবেদন

—•—

ডাক্তার শ্যামাপ্রসাদের রহস্যজনক মৃত্যুর পর ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীজহরলাল নেহরু তাঁহার (শ্যামাপ্রসাদের) শোকার্ত্তা মাতার শোকে সমবেদনা প্রকাশ করিয়া লিখিয়াছিলেন—যদি তাঁহার (জহরলালের) দ্বারা কোন প্রতিকারের উপায় থাকে—জানাইলে, তিনি তাহা করিতে সর্ব্বদা প্রস্তুত। যখন শ্যামাপ্রসাদ-জননী—যোগমায়া দেবী তাঁহার পুত্রের মৃত্যুর তদন্ত চাইলেন, তখন নেহেরুজী তাঁহার প্রতিশ্রুতি ভুলিয়া, আবদুল্লার সদ্ব্যবহারের বর্ণনা করিয়া তদন্তের প্রয়োজন নাই—এই সিদ্ধান্ত করিয়া, লোকসভায় তদন্তের প্রশ্নেও বাধা দিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন।

মাতৃভক্ত শ্যামাপ্রসাদ তিনবার 'মা! মা! মা!' বলিয়া শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়াছিলেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে ভীমনন্দন বিশালকায় ঘটোৎকচ যখন মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছেন, তখন পিতা ভীমকে বলিয়াছিলেন—"বাবা! এবার আমার অন্তিম সময় উপস্থিত, এখন আমি পাণ্ডুপক্ষের কি উপকার করিতে পারি—অনুমতি করুন।" পিতা ভীমসেন মুমূর্ষু পুত্র ঘটোৎকচকে অনুমতি করিলেন—বৎস! তোমার বিশাল দেহ লইয়া কুরুপক্ষের সৈন্যদলের উপর চাপিয়া পড়। ঘটোৎকচ মৃত্যুকালেও বিপক্ষের বহু সৈন্যকে দেহের চাপে নিধন করিলেন।

আমরা মাতা যোগমায়াকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছি—মা, আপনার "ব্যূঢ়োরস্ক-বৃষস্কন্ধ-শাল-প্রাংশুর্মহাভুজ" পুত্রও মৃত্যুকালে মাতৃনাম উচ্চারণ করিতে করিতে তাঁহার অকাল মৃত্যুর জন্য দায়ী বিপক্ষের যাবতীয় সুনাম ও সুযশ চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া দিয়াছেন। আপনার "বেদন ও নিবেদন" মানুষ বা অমানুষগণ উপলব্ধি না করিলেও হিন্দু পণ্ডিতগণ বহুকাল পূর্ব্বে বলিয়া রাখিয়াছেন—

"যেন শুক্লীকৃতা হংসা শুকাশ্চ হরিতীকৃতাঃ।
ময়ূরাশ্চিত্রিতা যেন সঃ (তদন্তং বিধাস্যতি)॥"

অর্থ—যিনি হংসগণকে শ্বেতবর্ণ করিয়াছেন, শুক পক্ষিগণকে সবুজবর্ণ করিয়াছেন, ময়ূরগণকে চিত্রিত করিয়াছেন, তিনিই তোমার নিবেদন শুনিয়া বিহিত করিবেন।

যখন জহরলাল লোকসভায় ডাঃ শ্যামাপ্রসাদের মৃত্যুর প্রশ্ন উত্থাপনে অনিচ্ছা প্রকাশ করিতেছেন, তখন সকল বিচারকের শ্রেষ্ঠতম বিচারক যাঁহার সাক্ষ্য প্রমাণ লইবার প্রয়োজন নাই, স্বয়ং সব স্বচক্ষে নিরীক্ষণ করিয়াছেন, তিনি হাতে কলমে যে অপরাধ করিয়াছে, সেই অপরাধীর দণ্ডদানের ব্যবস্থা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। এই সর্ব্ব কারণের কারক এই বিচার করিবার বহু পূর্ব্বে ব্যাকরণ বর্ণিত কারকের সহিত সাদৃশ্য রাখিয়া—কর্ত্তা, কর্ম্ম, করণ, অপাদান ও অধিকরণের উদাহরণ দেখাইয়া লোকসভায় না হউক লোক সমাজে দৃষ্টান্ত দেখাইলেন। কর্ত্তা—ভগবান, কর্ম্ম—আবদুল্লাকে, করণ—সদর-ই-রিয়াসত করণ সিং দ্বারা, অপাদান কাশ্মীর জম্মুর প্রধান মন্ত্রীর পদ হইতে—অধিকরণ উধামপুর জেলায়, বন্দী অবস্থায় রাখিয়াছেন। ভগবান আবদুল্লাকে করণ সিং দ্বারা প্রধান মন্ত্রীর পদ হইতে উধামপুরে বন্দী রাখিয়াছেন।

যাঁহারা জন্মের দুর্ঘটনায় হিন্দু, তাঁহারা হিন্দু সংস্কৃতিতে আস্থাবান না হইলেও আঙুল গুণিয়া দেখুন—ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়াছেন—২২শে জুন। ২২শে জুন হইতে ৯ই আগষ্ট ৪৮ দিন অর্থাৎ তিন পক্ষ তিন দিন মাত্র। হিন্দু সংস্কৃতির একজন সংস্কারক কোন্ কালে লিখিয়াছেন—

"ত্রিভির্বর্ষৈ স্ত্রিভির্মাসৈ স্ত্রিভিঃ পক্ষৈ স্ত্রিভির্দিনৈঃ।
অত্যুৎকটৈঃ পাপপুণ্যৈরিহৈব ফল মশ্নুতে॥"

অর্থ—তিন বৎসর কিম্বা তিন মাস কিম্বা তিন পক্ষ, অথবা তিন দিনের মধ্যেই এই পৃথিবীতেই অতি উৎকট পাপ এবং পুণ্যের ফল ফলিয়া থাকে। এই বিধানের বিধাতা তিনিই যাঁহাকে বাঙালী কবি বর্ণনা করিতে গিয়া সকলকে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন—

"সাবধান, সাবধান, ওরে মূঢ়মতি!
সতত জাগ্রত সেই জগতের পতি॥"

বিদ্রোহী যাত্রা গায়ক ৺মুকুন্দদাস গাহিয়াছেন—

"সাবধান! সাবধান!
আসিছে নামিয়া ন্যায়ের দণ্ড
রুদ্র, দীপ্ত, মূর্ত্তিমান্!
সাবধান!
ওই শোন তার বাজিছে কম্বু
অম্বুধি যথা উচ্ছলে,
প্রণয়-ঝঞ্ঝা-ইরম্মদ-
বজ্র গভীর কল্লোলে—
হুঙ্কার শুনি জলদ মন্দ্র,
কাঁপিছে তারকা, সূর্য্য, চন্দ্র—
বদ্ধ আকাশ, স্তব্ধ বাতাস,
কাঁপিয়া উঠিছে জগৎ-প্রাণ!
সাবধান!
ত্রিভুবন জুড়ি বিরাট দেহ,
ভাবিতেছ বুঝি পলাবে কেহ?
এখনও চরণে শরণ লেহ,
নতুবা নাহিক পরিত্রাণ!
সাবধান!"

স্বাধিকার প্রমত্ত, দাম্ভিক, অত্যাচারী, দুর্বৃত্ত নিরক্ষর মূর্খদেরও শিক্ষা দিবার জন্য প্রকৃতি দেবীও তাঁহার পৃথিবীর পুস্তকের পাতাখানিতে দেখাইয়াছেন—বাঁশ হঠাৎ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া বিশ দিনের মধ্যে বিশ হাত লম্বা হইয়া উঠে, কিন্তু তাহার আয়ু মাত্র তিন বৎসর। অশ্বত্থ, বট প্রভৃতি বৃক্ষ হয়তো ৫০ বৎসর ধরিয়া অল্প অল্প বাড়িতে বাড়িতে শাখা প্রশাখা বিস্তার করিয়া বিশাল মহীরুহে পরিণত হয়। তাহার আয়ু যে কত তাহা কেহ নির্ণয় করিতে পারেনা। এই সব মহাবৃক্ষের গুণ—নিজের মাথায় সমস্ত রৌদ্র তাপ সহ্য করিয়া আশ্রিতকে ছায়া প্রদান করে। আবার এক শ্রেণীর উচ্চ বৃক্ষ আছে—যেমন তাল, খেজুর। আমাদের রাষ্ট্র পরিচালকগণ সবই প্রায় রাষ্ট্রভাষাভাষী। হিন্দী কবি এই দুই জাতীয় বৃক্ষের তুলনা করিয়া যাহা বলিয়াছেন—

"বড়া বড়া কহ্তেহেঁ
বড়া সে তাল খাজুর।

বৈঠনেকো ছায়া নেহি
ফল পাওনেকো দূর ॥

অর্থ—বড় বড় যদি বল, তাল খেজুর গাছ তো হয়। তাতে বসিবার ছায়া পাওয়া যায় না, ফল পাওয়া তো দূরের কথা।

বড়া কহি কিস্‌কো ?
জিস্‌কা পাত্তা রহে ঘনা।
আপন আঙ্‌মে ধূপ লাগায়কে
ছায়া করে বেরানা।

অর্থ—কাহাকে বড় বলিব ? যে বৃক্ষের ঘন পল্লব আছে, যে আপনার অঙ্গে সমস্ত রৌদ্রের তাপ লইয়া অন্যকে ছায়া করে।

স্বয়ংক্রিয় বিচারক ভিন্ন অন্যের বেদন ও নিবেদন আত্মসুখে সুখী মোহগ্রস্তগণ বুঝিয়াও যখন বোঝেনা, তখন বিধাতা স্বয়ং বিচার ভার গ্রহণ করেন।

———

দুগ্ধে বিষ ক্রিয়া
মা, ছেলে ও মেয়ের জীবনাবসান।

গত ২৪শে শ্রাবণ রবিবার রঘুনাথগঞ্জ থানার অন্তর্গত সেকন্দরা গ্রামের বৈষ্ণব জাতীয় শ্রীসাতন দাসের চৌদ্দ বৎসর বয়স্ক পুত্র, একটী কন্যা ও স্ত্রী দুই তিন ঘণ্টা পর পর মারা গিয়াছে। বিবরণে প্রকাশ কড়াই এর দুধ মেজেতে পড়িয়া যায় দাসজীর স্ত্রী সিমেন্ট করা মেজে হইতে দুধ একটী বাটিতে তুলিয়া রাখে এবং ঐ দুধ পুত্র কন্যাকে খাইতে দেয় এবং নিজেও খায়। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই বিষ ক্রিয়া আরম্ভ হয় এবং তিনজনেই মারা যায়।

———

ভূতপূর্ব্ব সৈনিকগণের প্রতি—

(এক)

মুর্শিদাবাদ জেলায় যে সমস্ত ভূতপূর্ব্ব সৈনিক আছেন, তাঁহারা যেন নিম্নলিখিত ঠিকানায় নিজেদের ঠিকানা জানাইয়া নিজেদের প্রাপ্য পদক বা তারকা দাবী করেন। কেহ যদি কখনও ঠিকানা পরিবর্ত্তন করেন সেই পরিবর্ত্তিত ঠিকানাও নিম্নলিখিত ঠিকানায় যেন তখনই জানাইয়া দেওয়া হয় :—

ডি. এস. এস. এ. বোর্ড,
ময়ুর মহল, বর্দ্ধমান।

(দুই)

ভারত সরকারের শ্রম দপ্তর ও দেশরক্ষা দপ্তরের যুক্ত প্রচেষ্টায় ভূতপূর্ব্ব সৈনিকগণকে কার্য্যকরী শিক্ষা দেওয়ার এক ব্যাপক ব্যবস্থা হইয়াছে। মুর্শিদাবাদ জেলার যে সমস্ত ভূতপূর্ব্ব সৈনিকের এই শিক্ষা গ্রহণ করার আগ্রহ আছে, তাঁহারা যেন নিম্নলিখিত ঠিকানায় এখনই পত্র লিখিয়া বিস্তৃত বিবরণ জানিতে চাহেন :—

এমপ্লয়মেণ্ট্‌ অফিসার, এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ,
৪০, মিড্‌ল্‌ রোড, পোঃ বারাকপুর, চব্বিশ পরগণা
(মুর্শিদাবাদ জেলা প্রচার দপ্তর)

বিজ্ঞপ্তি

সাধারণের অবগতির জন্য জানান যাইতেছে যে আগামী ১৫ই আগষ্ট স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে যে কেহ যে কোন সংখ্যক লোক খাওয়াইতে পারিবেন। কেবলমাত্র উক্ত দিবসের জন্য ১৯৫৩ সালের খাদ্য-নিয়ন্ত্রণ আদেশ (West Bengal Restriction on meals in establishment order 1953) প্রযোজ্য হইবে না। Sd/- S. K. Ghose,
মহকুমা-শাসক, জঙ্গীপুর।

স্পোর্টস এসোসিয়েশন

আগামী ২১শে আগষ্ট, ১৯৫৩, শুক্রবার বেলা ১ ঘটিকার সময় জঙ্গিপুর সাবডিভিসনাল স্পোর্টস এসোসিয়েশনের সভ্যগণের সভার অধিবেশন হইবে। সমস্ত সভ্যগণের নাম আমাদের নিকট পৌছায় নাই। সভ্যগণ তাঁহাদের নাম ঠিকানা জানাইবেন এবং উক্ত সভায় যোগদান করিয়া বাধিত করিবেন। ইতি— ৭।৮।৫৩

শ্রীপ্রাণগোপাল চট্টোপাধ্যায়, যুগ্ম সম্পাদক,
জঙ্গিপুর সাবডিভিসনাল স্পোর্টস এসোসিয়েশন।

জঙ্গীপুর কলেজ

(অধ্যক্ষ মহাশয়ের নিকট হইতে প্রাপ্ত)

জঙ্গীপুর, ৪ঠা আগষ্ট

জঙ্গীপুর কলেজ ও সংলগ্ন ছাত্রাবাসগুলিতে যে নির্দিষ্ট সংখ্যক আসন ছিল তাহা কলেজে ভর্ত্তির শেষ তারিখের বহু পূর্বেই পূর্ণ হইয়া যায়। কলেজ কর্ত্তৃপক্ষ শেষ পর্য্যন্ত আরও কতক ছাত্রের জন্য ব্যবস্থা করিয়াছেন সত্য ; কিন্তু তাহা সত্ত্বেও কতক ছাত্রতে ফিরিয়া যাইতে হইয়াছে। যেরূপভাবে ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে তাহাতে অদূর ভবিষ্যতে কলেজ ও ছাত্রাবাসগুলিতে আসনের সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়া প্রয়োজন।

নোটিশ

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে অবগত করা যাইতেছে যে, আমি বীরভূম জেলার অন্তর্গত কুণ্ডলা নিবাসী শ্রীগণপতি মুখোপাধ্যায় মহাশয় দিগরের নিকট সন ১৩৬০ সালের ২২শে আষাঢ় তারিখের রেজষ্ট্রীযুক্ত বিক্রয় কবালামূলে মুর্শিদাবাদ জেলার ১১০নং ও ১১১নং ও ১৩২নং, ৩৩৯নং ও ২৩নং, ৪৩৪। ১৪২২ ১২৯৪নং তৌজির মহালের তাঁহাদের অংশের নাখেরাজ জমি প্রজায় স্বত্বীয় খাস জমি ও মোকররী স্বত্বীয় খাস জমি ও যাহা নিষ্পিবিরোল, জিনদীঘি, বন্যেশ্বর, বুঁদি, তাঁতিবিরোল, মাঠখাগড়া, সের মৌজা হায়ের মধ্যে আছে উহা সমস্তই খরিদ করিয়াছি।

শ্রীচন্দ্রনারায়ণ ঘোষাল,
সাং মণ্ডলপুর, ডিঃ রঘুনাথগঞ্জ।

অপেরীণ

ডাক্তার বি. এন. রায় করেন আবিষ্কার,
ল্যান্সেটের খোঁচা খেতে হবে না কো আর।
বাগী, ফোড়া, পৃষ্ঠাঘাত আদি যত রোগে,
অপারেশন ক'রে লোক কি যন্ত্রণা ভোগে !
প্রথম অবস্থায় যদি করে ব্যবহার,
একেবারে বসে যাবে পাকিবে না আর
পরবর্ত্তী অবস্থাতে আপনি যাবে ফেটে,
কষ্ট পেতে হইবে না ছুরী দিয়ে কেটে।
দামও মোটে দেড় টাকা মাশুল তের আনা।
ফতেপুর, গার্ডেনরীচ (কল্‌কাতা) ঠিকানা।
ডাক্তার বি. এন. রায় এইখানে থাকে।
ঔষধ পাইতে হ'লে পত্র দেন তাঁকে।

সি. কে. সেনের আর একটি

অনবদ্য সৃষ্টি

পুষ্পগন্ধে সুরভিত

ক্যাস্টর অয়েল

বিকশিত কুসুমের স্নিগ্ধ গন্ধসারে সুবাসিত এই পরিস্রুত ক্যাস্টর অয়েল কেশের সৌন্দর্য্য বর্ধনে অনুপম।

সি. কে. সেন অ্যাণ্ড কোং লিঃ

জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা ১২

দি আর্ট ইউনিয়ন প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

৫৫।৭, গ্রে ষ্ট্রীট, পোঃ বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬

টেলিগ্রাম : "আর্টইউনিয়ন" টেলিফোন : বড়বাজার ৪১২

প্রাথমিক, মধ্য ও উচ্চ বিদ্যালয়ের

যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ইত্যাদি

ও

ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়, কো-অপারেটিভ রুরাল সোসাইটী, ব্যাঙ্কের

যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ইত্যাদি

সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়

* * *

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে প্রস্তুত ও ডেলিভারী হয়

আমেরিকায় আবিষ্কৃত

ইলেকট্রিক সলিউসন

— দ্বারা —

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায় ঃ—

আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য কিন্তু যাঁহারা জটিল রোগে ভুগিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, যৌবনশক্তিহীনতা, স্বপ্নবিকার, প্রদর, অজীর্ণ, অম্ল, বহুমূত্র ও অন্যান্য প্রস্রাবদোষ, বাত, হিষ্টিরিয়া, সূতিকা, ধাতুপুষ্টি প্রভৃতিতে অব্যর্থ পরীক্ষা করুন! আমেরিকার সুবিখ্যাত ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত তড়িৎশক্তিবলে প্রস্তুত 'ইলেকট্রিক সলিউসন' ঔষধের আশ্চর্য্য ফল দেখিয়া মন্ত্রমুগ্ধ হইবেন। প্রতি বৎসর অসংখ্য মুমূর্ষু রোগী নবজীবন লাভ করিতেছে। প্রতি শিশি ১৷৷০ টাকা ও মাশুলাদি ৸০ আনা।

সোল এজেণ্ট ঃ—**ডাঃ ডি, ডি, হাজরা**

ফতেপুর, পোঃ—গার্ডেনরিচ, কলিকাতা—২৪

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।